বড় প্রশ্ন ৬/১০ নম্বর

১) অমিয় চক্রবর্তী 'সংগতি' কবিতায় পরস্পর বিরোধী নানা বর্ণনার মধ্যে যেভাবে যেভাবে তাঁর প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন তা তুলে ধর।

২) 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় এক ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীর প্রেক্ষাপটে সমকালীন এক বেদনাশ্রিত বাস্তবতাকে কবি তুলে ধরেছেন তা তুলে ধর।

৩) 'যযাতি' কবিতায় একটি পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, বিচার কর।

৪) 'রবীন্দ্র সান্নিধ্য অমিয় চক্রবর্তীকে অসংশয় অস্তিত্বের স্থির বিন্দুতে প্রতিস্থিত করেছে'- সংগতি কবিতায় কবি কিভাবে নানা প্রকার অসংগতির মাঝে সঙ্গতির ধারণা ও বিশ্বাসে অটুট থাকেন, তা উদ্ধৃতি সহ তুলে ধর।

৫) 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' কবিতায় বিষ্ণু দের স্বদেশ সন্ধানের আর্তি কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা তুলে ধর।

৬) বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'যযাতি' কবিতায় পুরাণ কাহিনি কীভাবে একালের মানুষের সংকট ও জীবন যন্ত্রণার প্রকাশে সাহায্য করে কবিতাটি অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

৭) ইতিহাস নির্ভর বাবরের মিথকে আধুনিক জীবনের সংকট মোচনের প্রাথনায় কীভাবে কবি শঙ্খ ঘোষ ব্যবহার করেছেন তুলে ধর।

৮) 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুন্দর কবিতাটি প্রকৃত পক্ষে বাস্তব ও রোমান্সের মিশ্রণ'- আলোচনা কর।

৯) 'জীবনকে জানার ইচ্ছা এবং সমষ্টি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার অনুভবগম্য প্রয়াস সুন্দর কবিতায় উদ্দিষ্ট'- আলোচনা কর।

১০) কবি জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার নায়িকা কীভাবে অতীতের স্মৃতি মেদুরতার জগত থেকে রূঢ় বাস্তবতার সংঘাতময় বর্তমানে এসে উপস্থিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya

১১) অমিতাভ দাশগুপ্তের 'আমার নাম ভারতবর্ষ' কবিতায় যেভাবে কবির চেতনা ও দেশপ্রেমের রসায়ণ ঘটেছে, তার পরিচয় দাও।

১২) 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতায় কথকের দৃষ্টিতে কৈশোর প্রেমের বেদনা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা তুলে ধর।

যেতে পারি কিন্তু কেন যাব? / শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমাজ কেন্দ্রিক কবি মনের বিস্ফোরণ ঘটেছে যেতে পারি কিন্তু কেন যাব? কবিতায়। মনের জোড় না পাওয়ায় কবি বারংবার প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা না করে নিজেকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে কবির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। আর যেন পিছু হঠবার, নিজেকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার দিন শেষ। কবিতার প্রথম পঙক্তিতে কবি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেন –'ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানই ভালো'

কিন্তু কেন কবির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল? কিসের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ? জগত? জীবন? অসুস্থতা? অত্যাচার? কবি কিছুই স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু নীরবতা ভেঙে প্রতিবাদের প্রস্তুতি যে তিনি নিচ্ছেন তা স্পষ্ট করেন। কবি এতদিনের উদাসীনতার কারণ স্পষ্ট হয় পরের দুই পংক্তিতে। রক্তমাংসের আকর্ষণ কবিও এড়াতে পারেননি। তাই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির মতই তাঁর অনুশোচনা শোনা যায়

'এতো কালো মেখেছি দু'হাতে / এত কাল ধরে

কখনো তোমার করে তোমাকে ভাবিনি?'

শুধু নিজের আচরণের প্রতি অনুযোগ নয়, কবিমানসীকে উপেক্ষা করার যন্ত্রণাও তাঁর সংলাপে প্রতিফলিত।

কবিতার তৃতীয় অংশে দেখি কবিমনের দুই ভিন্ন ভাবনার একত্র সহাবস্থান। একদিকে কবির রোমান্টিক মন প্রবল আশাবাদী হয়ে উঠে চাঁদের আহ্বান শুনতে পায়, অন্যদিকে নিয়তির আহ্বানকে কবি অস্বীকার করতে পারেন না। চাঁদ আর চিতাকাঠ যেন কবির

Department of Bengali Kalinagar Mahavidyalaya

ভবিষ্যৎ জীবনের দুটি পরিণতির ইঙ্গিত। সেই সত্যকেই কবি তুলে ধরে পাঠককেও সংশয়ী করে জানান

‘যেতে পারি

যে কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি।’

কিন্তু এই যাত্রাই তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি নয়। কবি যে জগতে রয়েছেন সেই জগত তাকে আহত করেছে ঠিকই কিন্তু যা দিয়েছে তাও তো কম নয়। অপ্রাপ্তির দুঃখকে বরণ করেও তিনি স্মরণ করেন প্রাপ্তির ডালিকে। নিজের প্রাপ্তির থেকে সন্তানের প্রতি কর্তব্য তাঁকে সজাগ করে তোলে। মৃত্যুকে বরণ করে জীবন ও জগত থেকে দূরে চলে যাওয়া তাঁর অভিব্যাক্তিতে পলায়ণী মানসিকতা বলে গণ্য হয়েছে। তাই তিনি ফিরে আসতে চেয়েছেন জীবনের প্রবাহে। তাই তিনি গভীর প্রত্যয়ে জানিয়েছেন যাওয়ার তাঁর অধিকার থাকলেও কেন তিনি যাবেন? বরং সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবেন। কবি জানেন নিয়তির নির্দিষ্ট নিয়মেই উত্তরাধিকারীর হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে প্রকৃতির নিয়মে একদিন চলে যেতে হবে। তবে কবি একা যেতে চান না, সঙ্গী করতে চান নিজের পরম সঙ্গীদের।

<u>ছোট প্রশ্ন - (প্রতিটি ২ নম্বর)</u>

১) কবি কেন অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন ? (উত্তর সংকেত দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

২) ‘যে কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি’- কোন দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে? (উত্তর সংকেত তৃতীয় অনুচ্ছেদ)

৩) কবির শেষ ইচ্ছাটি কি ? (উত্তর সংকেত শেষ অনুচ্ছেদ)

সম্ভাব্য প্রশ্ন

অমিয় চক্রবর্তী ‘সংগতি’ কবিতায় পরস্পর বিরোধী নানা বর্ণনার মধ্যে যেভাবে যেভাবে তাঁর প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন তা তুলে ধর।

অথবা

Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya

‘রবীন্দ্র সান্নিধ্য অমিয় চক্রবর্তীকে অসংশয় অস্তিত্বের স্থির বিন্দুতে প্রতিস্থিত করেছে’– সংগতি কবিতায় কবি কিভাবে নানা প্রকার অসংগতির মাঝে সঙ্গতির ধারণা ও বিশ্বাসে অটুট থাকেন, তা উদ্ধৃতি সহ তুলে ধর।

উত্তর বিন্যাস ক্রম এই রকম হতে পারে

অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত একজন কবি। তিনি কবিগুরুকে গ্রহণ করেছেন, আত্মস্থ করেছেন, এই পথ ধরেই তিনি নিজের স্বতন্ত্র পথের সন্ধান করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সমকালীন কবিদের মতো অকারণে আঘাত করতে চাননি কবিকে। আধুনিকতা অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী সমস্ত কিছুকে মেলবন্ধনে ধরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর নবলব্ধ সাহিত্যবোধের সঙ্গে কবিগুরু পরিচিত হন, এই তাঁর আকাঙ্খা। সেই সঙ্গে চারিপাশের অজস্র বৈপরীত্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজতে চেয়েছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী প্রবল আশাবাদী ভাবনায়। তাই তাঁর আলোচ্য কবিতায় মূল সুর ‘মেলাবেন, তিনি মেলাবেন’

সুতরাং সূত্রাকারে তুলে ধরা যাক কবি কথিত বিভিন্ন ভাবনা যার সঙ্গতি কবি আলোচ্য কবিতায় খুঁজেছেন।

কবিতার সূচনাতেই পাই ‘ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো দরজাটা তিনি মেলাবেন’, এই ভাবনা কবিতার শেষে পরিণত হয় বিপরীত ভাবনায়। ঝোড়ো হাওয়া পরিণত হয় প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন নবীন আর পোড়ো দরজা হয়ে ওঠে অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায় আবদ্ধ প্রাচীন। এই দুই সময়কে কবি ‘মেলাবেন’।

কবি মেলাবেন মন্বন্তর আর সুসময়কে, অতিবৃষ্টির বন্যা আর অনাবৃষ্টির খরাকে। সমাজভাবনা, নীতির পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন যেমন সুন্দরের দিক, তেমনি তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের পাশব আচরণ মনুষ্য জীবনের অন্ধকার দিক। সমাজের এই দুই প্রকাশের ভাবনাকে ‘তিনি’ মেলাবেন।

জীবনে ভোগের মোহ মানুষকে অভ্যাসের দাসে পরিণত করে। এই ভোগের বাসনায় মনুষ্য জীবনের প্রকৃত অর্থ ঢাকা পড়ে যায়। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ স্বার্থপর হয়ে যায়। স্বার্থ বাঁচানোর দায়ে প্রতিবাদের পথ ছেড়ে অন্তরে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন। তাই সামাজিকের প্রাণশক্তি ও নিষ্প্রাণ হৃদয়কে মিলিয়ে দেবেন ‘তিনি’।

Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya

সমাজ কাঠামোর দুই বৃহৎ শক্তি বড়লোক আর গরীব। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থায় অভিজাত শ্রেণির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। সাধারণ মানুষ তাঁর নির্যাতনের, উদাসীনতার শিকার। কবির বিশ্বাস ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধনবন্টনে একদিন সাম্য আসবে।

আসলে জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাসে আর নিজের ভাবনার প্রতি প্রবল আস্থায় কবি 'মেলাবেন' সমাজের যত বৈষম্যকে। কবি আলোচ্য কবিতায় সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবল আস্থায় আর বিশ্ব সাহিত্যকে অঙ্গীকরণের শক্তিতে। এটা কবি অমিয় চক্রবর্তীর লেখার মূল মন্ত্রও বটে।

<u>ছোট প্রশ্ন - (প্রতিটি ২ নম্বর)</u>

১) কবি কাকে নিজের আদর্শ হিসেবে অনুপ্রাণিত হতে চেয়েছেন ? (উত্তর সংকেত প্রথম অনুচ্ছেদ)

২) 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'- কবি কথিত যে কোন দুটি দিকের কথা বল। (উত্তর সংকেত তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ)

৩) কবির আশাবাদী ভাবনার মূল কেন্দ্র বিন্দু কোনটি? (উত্তর সংকেত শেষ অনুচ্ছেদ)

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায় ভারতবর্ষকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তার পরিচয় দাও।

স্বামী বিবেকানন্দ শিখিয়েছিলেন মূর্খ, দরিদ্র, চণ্ডাল ভারতবাসীকে নিজের ভাই ভাবতে, রজনীকান্ত গেয়েছেন 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'এর সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের মুখ দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন 'দেশ মাটি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে'। তবু বহু জাতি বহু ধর্ম বহু ভাষায় মানুষে মানুষে বিভেদ তীব্র হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জনগণকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন সমাজ সচেতন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাটি নয়, মানুষকে নিয়ে দেশ', রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ভাবতে শিখিয়েছে স্বতন্ত্র দেশের কথা। দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ যেখানে সেইখানেই তাঁর দেশ। তাঁর ভারতবর্ষ। কবিতার প্রথম স্তবকেই ভারতবর্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি

Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya

সহায়সম্বলহীন মানুষের কথা বলেছেন। মেহনতি মানুষ কেন আজও অসহায়, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে কবি তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক সত্য। রাজার পর রাজা যায়, রাজাদের সিংহাসনের আড়ালে লোভীরা ষড়যন্ত্র করে, প্রলাপের মতো অনুচিত আচরণে মত্ত হয়। কবির এই ইতিহাস সচেতনতা আমাদের এক সাম্যবাদী চিন্তার সামনে দাঁড় করায় যে রাষ্ট্র হল শ্রেণী শোষণের যন্ত্র বিশেষ। কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার সংগঠন। কবির ভাবনা তুলে ধরে কোন নির্দিষ্ট শ্রেনির স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্র যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষকে ডেকে আনে। যৌন মিলনের ইঙ্গিতে উপমাটি উৎকট হলেও এর মধ্যে দিয়ে কবি এক নিদারুণ সত্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসী, যারা অবহেলিত, উপেক্ষিত, অসহায়, সম্বলহীন, তাঁরা যে সম্রাট ও তাঁর বংশধরদের বিরুদ্ধে বিরূপ, তা কবি উচ্চারণ করেন কবিতার তৃতীয় স্তবকে।

তবে শোষিতের প্রতিবাদ তীব্র নয়, কারণ সরাসরি না বললেও আমরা বুঝতে পারি কবির বর্ণনায়। বুঝি প্রতিবাদের সামর্থ্য তাদের নেই, কেননা তাদের পেট ভরা খাবার নেই, মাথায় ছাদ নেই, অঙ্গে বস্ত্র নেই। তাঁরা বঞ্চিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ। তাই চতুর্থ স্তবকে কবি তাদের অবহেলিত সংগ্রামী জীবনের ছবি দেখান।

যারা অবহেলিত, উপেক্ষিত, তাদেরকে 'ঈশ্বরের শিশু' বলে শনাক্ত করেন কবি। পুজিবাদী সমাজকে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার রূপক হিসেবে তুলে ধরেছেন কবি। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ নয়, সাম্যবাদের মাধ্যমে কবি দেশ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন আলোচ্য কবিতায়।

<u>ছোট প্রশ্ন - (প্রতিটি ২ নম্বর)</u>

১) কবি ভারতবর্ষ বলতে দেশের কোন শ্রেণীকে বুঝিয়েছেন ? (উত্তর সংকেত দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

২) 'যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে'– কার সচেতন আগ্রহে সভ্যতার এই দুই অভিশাপ নেমে আসে বলে কবির অভিমত? (উত্তর সংকেত দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

৩) 'আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের' – কাদেরকে না চেনার কথা কবি বলেছেন এবং কেন? (উত্তর সংকেত চতুর্থ অনুচ্ছেদ)

Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya

৪) 'ঈশ্বরের শিশু' কে? তাদের এরূপ বলার কারণ কী?   (উত্তর সংকেত শেষ অনুচ্ছেদ)

Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya